ঐতিহাসিক গবেষণা (Historical Research)

ঐতিহাসিক গবেষণার সংজ্ঞা (Definition of Historical Research)

মানব কৃতিত্বের এক অর্থপূর্ণ বিবরণই ইতিহাস। এটি ঘটনাপুঞ্জের কেবল ক্রমিক তালিকা নয়, ব্যক্তি, ঘটনা, স্থান ও সময়ের এক সমন্বিত সম্পর্কের সঠিক বর্ণনাও হল ইতিহাস। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অতীত ঘটনাবলির বর্ণনাও বিচারবিশ্লেষণ করাকে ঐতিহাসিক গবেষণা বলা হয়। অতীত ঘটনাবলির সত্যতা যাচাই করা এবং অতীত থেকে জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে বর্তমানে সংগঠিত সম্পর্ক নির্ণয় করাই হল ঐতিহাসিক গবেষণা।

অতীতে সংঘটিত একটি ঘটনা যা একটি বিশেষ স্থানে এবং সময়ে ঘটে গেছে তার উপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচিত হয়। এটি কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দল, আদর্শ বিপ্লব, আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে

Scanned with CamScanner

রচিত হয়। কোনো ব্যক্তি, ঘটনা, স্থান ও সময়ের এক সমন্বিত সম্পর্কের সঠিক অস্তিত্ব কী ছিল তা বৈজ্ঞানিকগণ অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হল ঐতিহাসিক গবেষণা।

ইতিহাসের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে। অতীতকে সঠিকভাবে বুঝতে পারলে বর্তমান সময়ের গতিশীলতাকে ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। বলা হয়ে থাকে যে প্রতিটি ঘটনারই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আছে। সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের বিকাশের সঠিক ইতিহাস যদি জানা যায় তাহলে ভবিষ্যতের সমাজ সম্পর্কে পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অতীত কালের শিক্ষার ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, সংস্কৃতি, যুদ্ধবিগ্রহ, স্থাপত্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। অতীতের উপর ভিত্তি করে যেহেতু বর্তমান রচিত হয় তাই প্রতিটি অতীত ঘটনাবলির বা বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ করা আবশ্যিক। নির্ভুল এবং সম্পূর্ণতথ্যকে বিশ্লেষণ করে বর্তমান সময়কালের সঙ্গে তুলনা করে ভবিষ্যৎ কালের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঐতিহাসিক গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রগুলি হল

(i) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, বিষয়বস্তু এবং শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠক্রম সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য প্রস্তুত করা, দৈনন্দিন শিক্ষাদান ও প্রশাসনিক কাজ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনে আসে।

(ii) বর্তমানে প্রচলিত সমস্ত শিক্ষা কর্মসূচির ঐতিহাসিক উৎস আছে। সেই কারণে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তার বিভিন্ন কর্মসূচিকে সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য প্রাসঙ্গিক অতীত জানা অবশ্যই প্রয়োজন।

Borg and Gall (1996)-এর মতে, শিক্ষা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়বস্তুগুলি হল—

(i) শিক্ষার সাধারণ ইতিহাস।
(ii) শিক্ষা সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ইতিহাস।
(iii) শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান আছে এমন সব ব্যক্তির জীবনী।
(iv) প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, দূর শিক্ষা, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কিত ইতিহাস।
(v) সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ববিদ্যা, সাহিত্য এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার অবদান সম্পর্কিত ইতিহাস।
(vi) শিক্ষার নীতি এবং পরিকল্পনার ইতিহাস।
(vii) শিক্ষা সম্পর্কিত সমালোচনার ইতিহাস।

ঐতিহাসিক গবেষণার প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Historical Research)

ঐতিহাসিক গবেষণার কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত, ঐতিহাসিক গবেষণার লক্ষ্য হল নির্দিষ্ট সময় কাল এবং সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিতে অতীতের ঘটনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। ঐতিহাসিক গবেষক অতীতের কোনো বিশেষ ঘটনা (যা ঘটে গেছে) সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এবং সংগৃহীত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে কার্য কারণ সম্পর্কে ব্যাখা করে।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়ত, গবেষক অতীতের ঘটনা সম্পর্কিত তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট হয়। এক্ষেত্রে তথ্যের উপর গবেষকের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, কারণ যে পরিস্থিতে ঘটনা ঘটেছে তা বর্তমানে অনুপস্থিত। যদিও অতীত ঘটনা সম্পর্কিত যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয় তা বিভিন্ন গবেষকের নিকট ভিন্ন ভিন্নভাবে বিশ্লেষিত হয় এবং সেই সমস্ত তথ্যই বিশ্লেষিত করা হয় যেগুলি বর্তমানে যে সমস্যার উপর গবেষণা করা হচ্ছে তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা আছে।

তৃতীয়ত, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ঐতিহাসিক গবেষণা পরিচালনার ভিত্তি হল সেই সমস্ত তথ্যের বিশ্লেষণ যা ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং গবেষণার বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি ঘটনা যে পরিস্থিতি এবং পরিবেশে ঘটেছে তার সব কিছু বৈশিষ্ট্যই অনুসন্ধান বা গবেষণার সময় উপস্থিত থাকে না। এবং যে সমস্ত তথ্য অবশিষ্ট আছে তার সবগুলিই গবেষকের নিকট সহজলভ্য নাও হতে পারে। এই জন্যই গবেষকের কাজ হল বিভিন্ন ধরনের উৎস থেকে যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট হওয়া।

চতুর্থত, অতীতের ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহের একাধিক উৎস আছে। উৎসগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(1) প্রাথমিক উৎস (Primary source)
(2) গৌণ উৎস (Secondary source)

(1) প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

কোনো ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে যখন তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে প্রাথমিক উৎস বলে। অথবা কোনো ব্যক্তি যিনি এই ঘটনা শুনেছেন তার লিখিত বিবৃতি ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসাবে নথিভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাধীনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তির বিবৃতি হল ওই গবেষণার প্রাথমিক উৎস। ঐতিহাসিক গবেষণার প্রাথমিক উৎসগুলি হল—

(ক) *ব্যক্তিগত উৎস:* এই উৎসগুলি হল কোনো ব্যক্তির দিনলিপি, প্রচারপত্র, আবেদন পত্র, দলিল, কুষ্ঠিপত্র, বংশ তালিকা প্রভৃতি।

(খ) *অফিস সংক্রান্ত উৎস:* কোনো রাজ্য, জেলা, অঞ্চল, পঞ্চায়েত প্রভৃতি অফিসের নথি, নানা শিক্ষা কমিটি, বিদ্যালয় বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির বিবরণী।

(গ) *মৌখিক প্রথা:* বংশানুক্রমিক নানা গল্প, কাহিনি, রূপ কাহিনি, কবিতা ইত্যাদি।

(ঘ) *শৈল্পিক নিদর্শন:* ঐতিহাসিক মূর্তি, ভাস্কর্য, মুদ্রা প্রভৃতি।

(ঙ) *যান্ত্রিক বস্তু:* কোনো সভা বা বক্তব্যের recording বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চলচ্চিত্র, দূরদর্শনে Tele Cust প্রভৃতি।

(চ) *ছবি সংক্রান্ত:* নানা ধরনের ফোটোগ্রাফ, মাইক্রোফিল্ম, চলচ্চিত্র, ঐতিহাসিক চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি।

(ছ) *ধ্বংসাবশেষ:* নানা রকমের জীবাশ্ম, কঙ্কাল, কোনো পুরানো প্রতিষ্ঠান, বহু ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বই, শিক্ষার্থীর হাতের কাজ, প্রশ্নপত্রের নমুনা, বস্ত্র ইত্যাদি।

(2) গৌণ উৎস (Secondary Sources)

প্রাথমিক উৎসের অভাবে গবেষককে যে উৎসের উপর নির্ভর করতে হয় তাকে গৌণ উৎস বলে। উদাহরণস্বরূপ, এখানে যে ব্যক্তি তথ্য সরবরাহ করেন তিনি অতীত ঘটনায় অংশগ্রহণ করেননি বা প্রত্যক্ষ করেননি, তা সত্ত্বেও তার বক্তব্য বা বিবরণীকে উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এই ধরনের তথ্য হল পুস্তক, সংবাদপত্রে লিখিত বক্তব্য, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, ম্যাগাজিন, গবেষণাপত্র ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

গৌণ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে সঠিক তথ্যের পরিবর্তন ঘটে। এই কারণেই এই তথ্যের মূল্য সীমিত। তাই গবেষক নিশ্চিতভাবে গৌণ উৎসের উপর নির্ভর করতে পারেন না। তবে যখন প্রাথমিক উৎসের অভাব দেখা যায়, তখন গৌণ উৎসকে যার মধ্যে অসম্পূর্তা, বিছিন্নতা, অতিরঞ্জন থাকা স্বাভাবিক তাকেই গ্রহণ করতে হয়।

ঐতিহাসিক গবেষণার সমালোচনা (Criticism of Historical Research)

ঐতিহাসিক গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই ধরনের তথ্যের মূল্যায়ন। ঐকিহাসিক গবেষণার মেরুদণ্ড হল সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। ঐতিহাসিক তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, যথার্থতা এবং প্রাসঙ্গিকতা বিচারের জন্য যে প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়, তাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়— (ক) বাহ্যিক সমালোচনা এবং (খ) অভ্যন্তরীণ সমালোচনা।

(ক) বাহ্যিক সমালোচনা (External Criticism)

বাহ্যিক সমালোচনার (অনেকে যাকে নিম্নস্তর সমালোচনাও বলেন) দ্বারা তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পুরাতন নিদর্শনগুলি সত্য না নকল তা বিচারের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণপত্রের সময় বা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তথ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাস্তব স্বাক্ষর, হস্তলিপি, ভাষা ব্যবহার, সমসাময়িক সমাজ পরিবেশের প্রভাব, ঘটনার স্থান, সামঞ্জস্যতা, সমকালীনতা ইত্যাদির খুঁটিনাটি দিক বিচার করা দরকার। প্রয়োজন বোধে উপাদানসমূহের বৈশিষ্ট্য যেমন লেখার কালি, কাগজ, ধাতু, পাথর ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ প্রয়োজন। বাহ্যিক সমালোচনার প্রশ্ন হল—

(i) সংগৃহীত যেসব তথ্যগুলি পুরা নিদর্শনরূপে বিবেচিত হবে তা কতখানি স্বীকৃত?

(ii) যে বিশেষ সময়ের ঘটনার কথা উল্লেখ করা হল সেগুলি সেই সময়ে সম্ভবপর কিনা?

(iii) সংগৃহীত তথ্যগুলি বিভিন্নভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণযোগ্য হতে পারে কিনা?

(iv) গবেষকের সময় সম্পর্কিত জ্ঞান, উন্নত বুদ্ধি, উচ্চমাত্রার কমনসেন্স, মানুষের আচরণ বোঝার ক্ষমতা, ধৈর্য ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিনা তা দেখা।

(v) উৎস নির্ভরযোগ্য কিনা।

(খ) অভ্যন্তরীণ সমালোচনা (Internal Criticism)

তথ্যের সত্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বিচার করার পর তথ্যের বিষয়বস্তুর যথার্থতা বিবেচনা করা প্রয়োজন। একেই অভ্যন্তরীণ সমালোচনা বলে। অনেকে একে উচ্চতর সমালোচনাও বলে থাকেন। এর দ্বারাই তথ্যের যথার্থতা, গুণগতমান এবং প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা হয়।

এক্ষেত্রে প্রথমে বিশেষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের অভ্যন্তরীণ স্থিরতা নির্ণয় করা হয়। তথ্যের অভ্যন্তরীণ স্থিরতা যত অধিক হবে এর সঠিকতা তত বৃদ্ধি পাবে। পরে তথ্যের বাহ্যিক স্থিরতার মূল্যায়ন করা হয়। কারণ দেখা গেছে কোনো বিবরণী বা প্রমাণপত্র সঠিক হলেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তথ্যগুলি বিকৃত। বিষয়বস্তুর সত্যতা বিচারের জন্য গবেষক সাধারণত দুটি বিষয় দেখেন।

প্রথমত, দুটি পৃথক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনা করেন। *দ্বিতীয়ত,* উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে ইতিমধ্যে নির্ভযোগ্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন।

Scanned with CamScanner

তথ্যের বাহ্যিক স্থিরতা বিচারের জন্য ***FOX*** (1969) তিনটি প্রধান নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—

(i) পরস্পর নিরপেক্ষ দুটি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে মিলিয়ে দেখা।

(ii) একটি স্বতন্ত্র প্রাথমিক উৎস।

(iii) যে সমস্ত উৎস বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সরবরাহ করে তাদের এড়িয়ে চলা।

যদি এমন অবস্থা হয়, যেখানে গবেষক তুলনাযোগ্য দুটি উৎস পাচ্ছেন না সেখানে গবেষক তাঁর অভিজ্ঞতা, পেশাগত জ্ঞান এবং নিজের বুদ্ধি দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ***Good, Barr*** এবং ***Scales*** (1941) ঐতিহাসিক তথ্যের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সমালোচনার ক্ষেত্রে গবেষককে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর বিচার বিবেচনা করার সুপারিশ করেন।

(i) লেখকের পরিচয়। তার নাম, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি।

(ii) রিপোর্টার হিসাবে তার যোগ্যতাবলি, চরিত্র, বিচক্ষণতা এবং কোনো পক্ষপাত দুষ্ট কি না তা বিচার করা।

(iii) যে বিষয়ের উপর রিপোর্টার বিবরণ দিচ্ছেন সে বিষয় সম্পর্কে তার বিশেষ যোগ্যতা, আগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য বিশেষ দক্ষতা এবং কোনো ঘটনাকে বিবরণে প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে কিনা তা যাচাই করা।

(iv) ঘটনা ঘটার কত সময় পরে বিবরণ লেখা হয়েছে।

(v) কীভাবে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে স্মৃতি থেকে, অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার পর, তথ্যগুলিকে বিচার করার পর ইত্যাদি।

(vi) প্রমাণপত্র বা ডকুমেন্টটি অন্যান্য প্রমাণপত্র বা ডকুমেন্টের সঙ্গে কতটা সম্পর্কিত।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যে দিয়ে গবেষক ইতিহাসমূলক গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেন।

ঐতিহাসিক গবেষণার শ্রেণিবিভাগ (Types of Historical Research)

ঐতিহাসিক গবেষণাকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হল—

(ক) ***আত্মজীবনীমূলক গবেষণা (Autobiography):*** যেমন—গান্ধিজি, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণের আত্মজীবনী।

(খ) ***রীতিবদ্ধ গবেষণা (Legal research):*** যেমন—শিক্ষক এবং ছাত্রদের উপর গবেষণা ও বিদ্যালয় সম্পর্কে গবেষণা।

(গ) ***চিন্তা-ভাবনার ইতিহাসের উপর গবেষণা (Studying the history of Ideas):*** যেমন—সমস্যার সমাধানের গবেষণা, Mastery Learning-র গবেষণা ইত্যাদি।

(ঘ) ***সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস (History of Cultural Institute):*** যেমন—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গবেষণা।

Borg and Gall (1996)-এর মতে শিক্ষা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক গবেষণাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

Scanned with CamScanner

(1) সমসাময়িক বিষয়গুলি যেমন পশ্চাৎপদ জনগণের শিক্ষা, নারী শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কিত ঐতিহাসিক গবেষণা।

(2) বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা আন্দোলনের উপর ঐতিহাসিক অধ্যয়ন।

(3) যে সমস্ত চিন্তাধারা এবং ঘটনা পূর্বে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিল না যেমন—কোনো অঞ্চলের আর্থ সামাজিক বিকাশের সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কিত অধ্যয়ন এবং শিক্ষাকে কীভাবে ওইগুলি প্রভাবিত করে তা জানা।

(4) পুরোনো তত্ত্বের সঙ্গে নতুন তত্ত্ব যুক্ত করে তত্ত্বের সংশোধন করা, যেমন স্মৃতি সম্পর্কে নতুন ধারণা।

(5) কোনো অতীত ঘটনাকে নতুন ভাবে বিচার করা।

ঐতিহাসিক গবেষণার স্তর (Steps of Historical Research)

ঐতিহাসিক গবেষণার অনুশীলনে কতকগুলি ধাপ বা পর্যায় লক্ষ করা যায়। যেমন—

(i) *সমস্যার নির্দেশ এবং সংজ্ঞা :* গবেষণা পরিচালনার আগে সমস্যার (যার উপর গবেষণা করা হয়) একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা থাকবে। অন্যথায় ঐতিহাসিক গবেষণায় বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সম্পর্ক কীভাবে সৃষ্টি হবে তা জানা যায় না।

(ii) *প্রয়োজনীয় তথ্যের নির্দিষ্টকরণ :* ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য কী কী তথ্য প্রয়োজন তা পূর্বেই নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত তথ্য বা অনাবশ্যক তথ্য যাতে গবেষণার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

(iii) *তথ্যের বিচার :* গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যথেষ্ট এবং যথার্থ হল কিনা তা বিচার করতে হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য সেখানে সত্যে উপনীত হওয়া সেখানে তথ্য যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(iv) *তথ্য সংগ্রহ, তথ্য উপস্থাপন ও তথ্য বিশ্লেষণ :*

(a) একাধিক উৎস থেকে অজানা এবং নতুন তথ্যসংগ্রহ (প্রাথমিক এবং গৌণ উৎস) করা প্রয়োজন।

(b) জ্ঞাত অর্থাৎ ইতিপূর্বে সংগৃহীত তথ্য।

(c) পূর্বে অজানা ছিল এমন তথ্যের আবিষ্কার এবং নতুন তথ্য সংযোজন। যথেষ্ট এবং নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের পর গবেষক খসড়া বিবরণীর একটি রূপরেখা প্রস্তুত করবেন। এই পর্যায়ে গবেষক তথ্যগুলিকে বিভিন্ন তালিকায় বিন্যস্ত করেন এবং গবেষণার সমস্যার উপর একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এছাড়া গবেষণার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে কিনা তা বিচার করেন।

(v) *গবেষণার প্রতিবেদন লিপি প্রস্তুত এবং নতুন তথ্যের প্রতি নজর রাখা :* ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ঐতিহাসিক গবেষণায় নিয়মিত নতুনত্বের অনুসন্ধান চলছে। নতুন তথ্য সরবরাহ স্বাভাবিক। প্রতিবেদন লিপি প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে গবেষককে নতুন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হয়।

(vi) *গবেষণার প্রতিবেদনলিপি প্রস্তুত :* এই পর্যায়ে গবেষণা বা অনুশীলনের সামগ্রিক বিবরণীকে বক্তব্য বা ভাষ্যরূপে প্রকাশ করতে হবে। গবেষণার প্রতিবেদনলিপির নিয়মানুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় সুস্পষ্ট এবং সহজ ভাষায় লিখতে হবে।

Scanned with CamScanner

(vii) *গবেষণার বিবৃতিমূলক দিকের সমাপ্তি :* এখানে গবেষণার যাবতীয় বিষয়কে উল্লেখ করতে হবে।

(viii) *গবেষণায় প্রাপ্তফলের ব্যাখ্যা :* এই অংশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়টি গবেষকের অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। গবেষণার প্রাপ্ত ফলের প্রেক্ষিতে হাইপোথিসিস পরীক্ষা করা হয়। হাইপোথিসিসগুলি গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাৎপটে কী কী শক্তি কাজ করে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কোনো ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের যেমন সমাজবিদ্যা পলিটিক্যাল সায়েন্স, অর্থনীতি, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, ভূগোল, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা প্রযুক্তি ইত্যাদির উপর বিশদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(ix) *বর্তমান তথ্যের প্রয়োগ এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তের প্রস্তাবিত অনুমান :* এখানে গবেষণাপ্রাপ্ত ফলের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ প্রাপ্ত ফলের প্রয়োগের পথটি নির্দিষ্ট করা হয়। সেই সঙ্গে বর্তমানের গবেষণা কীভাবে পরবর্তী গবেষণার উপরে আলোকপাত করছে, সে সম্পর্কে কিছু বক্তব্য থাকে।

Scanned with CamScanner